জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস-২০১৭ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা, শুক্রবার, ১৫ বৈশাখ ১৪২৪, ২৮ এপ্রিল ২০১৭

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

বিজ্ঞ বিচারকগণ,

উপস্থিত সুধীমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

'জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে, মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ এবং নির্যাতিতা দুই লাখ মা-বোনকে।

দেশের প্রতিটি নাগরিকের আইনগত সহায়তা লাভের অধিকার রয়েছে। আমরা একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রম এ বৈষম্য দূর করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে সংবিধানে সুবিচার ও সাম্যের বাণীকে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঘোষণা করেন। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার বাস্তবায়নে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করেন।

বঙ্গবন্ধু নিজের জীবনে বিচারহীনতার সংস্কৃতি দেখেছিলেন। বিনাদোষে এবং বিনাবিচারে তাঁকে বছরের পর বছর জেলখানার নির্জন সেলে একাকী বন্দী করে রাখা হয়েছে। বিচারের নামে প্রহসনও হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর 'কারাগারের রোজনামচা' পড়লে আমরা জানতে পারি কী দুঃসহ দুঃখকষ্ট তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। ক্ষমতাসীনদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর বিচার কাজ চলতো।

রোজনামচায় ১৯৬৬ সালের ২৭শে জুলাই বঙ্গবন্ধু লিখেছেন : ''অত্যাচারেরও একটা সীমা থাকে! আটটা মামলা সমানে আমার বিরুদ্ধে দায়ের করেছে। একজন লোকেরই এই বুদ্ধি। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের পিছন দরজার রাজনীতিতে যথেষ্ট।''

তিনি নিজে ভুক্তভোগী ছিলেন বলেই সকলের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সংবিধানে মানবাধিকারের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করেন।

আমাদের সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান এবং সকলেই আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী'। আবার ১৯ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করিতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে'।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট কালরাতে জাতির পিতাকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে এদেশের মানুষের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।

জাতীয় চার নেতাকে জেলখানায় হত্যা করা হয়। এই হত্যার যাতে কোন বিচার না হয় সে জন্য হত্যাকারীদের দায়মুক্তি দিয়ে কুখ্যাত ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা হয়। পুরস্কৃত করা হয় হত্যাকারীদের। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করে আমরা জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করেছি।

সুধিমন্ডলী,

অসহায়, দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত বিচারপ্রার্থী জনগণের ন্যায় বিচার পাওয়ার পথ সুগম করার লক্ষ্যে আমরা 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইন, ২০০০' পাশ করি। ২০০১ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট ক্ষমতায় এসে সরকারি আইন সহায়তা প্রদান কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

২০০৯ সালে আমরা সরকার গঠন করে এই আইনকে গতিশীল করি। এ সংক্রান্ত আরও আইন ও বিধি প্রণয়ন করি। দুঃস্থ, অসহায় ও দরিদ্র বিচারপ্রার্থী জনগণ এর সুফল ভোগ করছেন। জনগণের অধিকার রক্ষায় আমরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি।

সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে দেশের সকল জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে লিগ্যাল এইড কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়-সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার পেতে অসমর্থ জনগণ সরকারি অর্থ ব্যয়ে আইনগত সহায়তা পাচ্ছেন। এছাড়া, এসিডদগ্ধ নারী-পুরুষ, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা মহিলা, প্রতিবন্ধী, পাচারকৃত নারী বা শিশু, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠীর জনগণও এই আইনগত সহায়তা পেয়ে থাকেন।

দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত আদালতগুলোতে এবং শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম আদালতসমূহে আইনগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়া, 'বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট আইনগত সহায়তা কমিটি' গঠনের মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টেও সরকারি আইনি সেবা দেওয়া হচ্ছে।

২০০৯ সাল থেকে ২০১৭ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ৮ বছরে ১ লাখ ৬৬ হাজার ৩৩৯ জন নারী-পুরুষ শিশুসহ মোট ২ লক্ষ ৩১ হাজার ৬ শত ২৬ জন ব্যক্তিকে সরকারি খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া একই সময়ে সরকারি আইন সহায়তা কার্যক্রমের মোট ৪৬ হাজার ৫৪৬টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার মাধ্যমে বিগত ৮ বছরে সুপ্রীম কোর্টে মোট ১ হাজার ৬ শত ৯৩টি জেল আপীল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আমরা প্রত্যেক জেলায় প্রয়োজনীয় জনবলসহ একটি করে স্থায়ী 'লিগ্যাল এইড অফিস' স্থাপন করেছি। এ সকল অফিস পরিচালনার জন্য ৬৪টি 'জেলা লিগ্যাল এইড অফিসার' এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। বিজ্ঞ বিচারকগণকে এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

জেলা লিগ্যাল এইড অফিসকে শুধু আইনি সহায়তার কেন্দ্র হিসেবে আমরা সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না। বিচারপ্রার্থী জনগণের কল্যাণে এটিকে আমরা 'এডিআর কর্ণার' বা 'বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কেন্দ্রস্থল' হিসেবে কাজে লাগাতে চাই। আপোষ-মীমাংসা বা সমঝোতার মাধ্যমে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তিতে লিগ্যাল এইড অফিস কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে।

জুলাই ২০১৫ সাল হতে এ পর্যন্ত জেলা লিগ্যাল এইড অফিসারের মাধ্যমে বিকল্প পদ্ধতিতে মোট ৩ হাজার ৫০০টি বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে ৩ কোটি ৫২ লাখ ৭৫ হাজার ৬ শ' টাকা আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করা হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন বিচার ব্যবস্থার বিকল্প নেই। বাংলাদেশে একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠায় আওয়ামী লীগ সরকার সব সময়ই আন্তরিক।

আমরা ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর পরই জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে The code of Criminal Procedure (Amendment) Act, 2009 পাশের মাধ্যমে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের কাজটিকে স্থায়ী রূপ প্রদান করি।

আমরা অধঃস্তন আদালতের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য পৃথক বেতনস্কেল বাস্তবায়ন করেছি। এর সঙ্গে বিচারকদের বেতন-ভাতাদি দ্বিগুণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বিশেষ ভাতাও প্রদান করা হচ্ছে।

সকল জেলায় নতুন করে চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রথম পর্যায়ে ২,৩৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪২টি জেলায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৩টি জেলায় এই ভবন নির্মাণ শেষে কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

২য় পর্যায়ে প্রকল্পের বাকী ২২টি জেলাতেও চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ভবন নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি ভবনে লিগ্যাল এইড অফিসের জন্য কক্ষ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মামলার দীর্ঘসূত্রিতা ও মামলা জট বিচার বিভাগের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের সময় অধঃস্তন আদালতে দীর্ঘদিন বিচারক নিয়োগ বন্ধ থাকায় এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর অধঃস্তন আদালতে ৫৮৬ জন বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, ৩৫০ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। নতুন নতুন আদালত ও ট্রাইব্যুনাল স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

মামলাজট নিরসন ও মামলার দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে সরকার আইনি সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ বিকল্প পদ্ধতিতে বিরোধ নিষ্পত্তির পাশাপাশি দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন করা হয়েছে। ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধনের কাজ চলছে।

জ্বালানি সেক্টরে একজন জেলা জজসহ সাত সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে এবং জ্বালানি সেক্টরের সকল বিরোধ প্রচলিত আদালতের পরিবর্তে এই ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

আমরা বিচার বিভাগে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার চালু করেছি। এতে বিচার বিভাগের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

সরকারের অর্থায়নে অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টার্ণ সিডনি ইউনিভার্সিটিতে ৫৪০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অধঃস্তন আদালতের দেড় হাজার বিচারকের উচ্চতর প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য সম্প্রতি ভারতের ন্যাশনাল জুডিসিয়াল একাডেমির সঙ্গে দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

তবে শুধু আইন করে আর অবকাঠামো সুবিধা বৃদ্ধি করে বিচারপ্রার্থী মানুষের ভোগান্তি কমানো সম্ভব নয়। আমাদের বিচারক এবং আইনজীবীদের আরও মানবিক এবং জনগণের প্রতি সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশেষ করে আইনজীবীগণ নানা কৌশলে বিচার প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে ফেলেন। বিচারপ্রার্থীদের কাছ থেকে লাগামহীন ফি আদায় করে থাকেন। অনেক বিচারপ্রার্থী বিচার চাইতে এসে নিঃস্ব হয়ে যান। এ অবস্থা থেকে কীভাবে পরিত্রাণ পাওয়া যায় তা সকলকে ভেবে দেখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমরা নির্বাহী বিভাগ, বিচার বিভাগসহ রাষ্ট্রযন্ত্রের সর্বসত্মরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে একটি উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাই। এমন একটি সমাজ বিনির্মাণ করতে চাই যেখানে ধনী-দরিদ্রের কোন বৈষম্য থাকবে না এবং জনগণ সংবিধানের মৌলিক অধিকারসমূহ ভোগ করে নিজেরা নিজেদের ভাগ্যোন্নয়ন ঘটাতে পারবেন।

তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি আইনি সহায়তা কার্যক্রমের বিস্তার ঘটিয়ে এটিকে একটি স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

আমি ‘জাতীয় আইনগত সহায়তা দিবস ২০১৭’ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

সকলকে ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...